গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর এপ্রিল/২০২১ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ আনিছুর রহমান সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
সভার তারিখ	২৭-০৫-২০২১
সভার সময়	সকাল-১১.০০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইন ভিডিও সিস্টেম
উপস্থিতি	রেকর্ডেড

সভাপতি উপস্থিত সকলকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের এপ্রিল/২০২১ মাসের অনলাইন সমন্বয় সভায় স্বাগত জানান। সভাপতি অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম'কে সভা শুরু করার জন্য আহ্বান জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভা শুরু করেন। সভাপতি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে নবযোগদানকৃত যুগ্মসচিব জনাব শাহিনা খাতুন, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এম. এ. মাজেদ এবং এলপি গ্যাস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবু হানিফ'কে স্বাগত জানান। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে এ বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) পাওয়ার পয়েন্টে পর্যায়ক্রমে সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

২। গত ২৭-০৪-২০২১ তারিখের সমন্বয় সভার ৩.১০ (খ) সিদ্ধান্তে এলপি গ্যাস লিমিটেডের অর্থায়নের পরিবর্তে বিপিসির অর্থায়নে এলপিজি প্ল্যান্ট বাস্তবায়নের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির জন্য এলপি গ্যাস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তে "এলপি গ্যাস লিমিটেডের অর্থায়নে" এর পরিবর্তে "উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে নিজস্ব অর্থায়নে" অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে মর্মে সভাপতি মতামত ব্যক্ত করেন। অতঃপর উপস্থিত সদস্যগণের সর্বসম্মতিতে গত ২৭-০৪-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মার্চ/২০২১ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়/নিশ্চিত করা হয়।

৩। গত ২৭-০৪-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

৩.১	এ বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ অনিষ্পন্ন বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, পেট্রোবাংলা, বিএমডি, জিএসবি ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর হতে অনিষ্পন্ন বিষয়ের তালিকা পাওয়া গেছে। পেট্রোবাংলার অনিষ্পন্ন তালিকায় অডিট আপত্তির বিষয়সমূহ রয়েছে। বিএমডির অনিষ্পন্ন তালিকায় তাদের নিজস্ব লোগো অনুমোদনের বিষয়টি রয়েছে। এ বিষয়ে বিএমডি হতে নতুন প্রস্তাব পাওয়া গেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সভায় জানানো হয় যে, খনিমুখে পরিমাপকৃত ওজন থেকে গড় বিবেচনায় পানি/ময়েশ্চার বাদ দিয়ে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ নির্ধারণ বিষয়ে প্রাপ্ত পেট্রোবাংলার প্রস্তাব অনুমোদনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সারসংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে। সারসংক্ষেপটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সদয় অনুমোদনের পর এ বিষয়ে আদেশ জারি করা হবে। পেট্রোবাংলা, বিপিসি ও কোম্পানিসমূহের আন্তঃ দেনা-পাওনার dispute সমূহ নিরসনের বিষয়ে সভায় জানানো হয় যে, পেট্রোবাংলার সাথে বিপিসির অধিকাংশ বকেয়া দেনা-পাওনা ইতোমধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে। অবশিষ্ট বকেয়া দেন-পাওনার dispute শীঘ্রই নিরসন করা হবে। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, বর্তমান করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে আরপিজিসিএল এর ট্যারিফ নির্ধারণ দুরূহ হওয়ায়সিএনজির ডেনসিটি ফ্যাক্টর .৬৭% বাস্তবায়নেরবিষয়ে সময় চেয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিএসটিআই বরাবর এ বিভাগ হতে গত ০৭-০৪-২০২১ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে।	(ক) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ কতদিন যাবত কোথায় অনিষ্পন্ন রয়েছে তার তালিকা প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (গ) পেট্রোবাংলা, বিপিসি ও কোম্পানিসমূহের আন্তঃ দেনা-পাওনার dispute সমূহ শতভাগ নিরসনের কার্যকর পদক্ষেপ ত্বরান্বিত করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.২	সভায় জানানো হয় যে, এলএনজি মার্জিন, আইওসি গ্যাস ও এনবিআর এর পাওনা টাকা নিয়মিতভাবে পরিশোধ অব্যাহত রয়েছে। এ বিভাগের উপসচিব (বাজেট) জানান যে, ২০২০-২১ অর্থবছরে এলএনজির আমদানি ব্যয় নির্বাহের জন্য ভর্তুকি বাবদ পেট্রোবাংলার অনুকূলে ৩,৯৪১.২০ কোটি টাকা এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে পরিশোধের লক্ষ্যে ১০৯৭.৫৬ কোটি টাকা জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। অর্থ বিভাগ হতে Excelerate Energy Bangladesh Ltd. এবং Summit LNG Terminal Co. (Pvt.) Ltd. শীর্ষক দুটি টার্মিনাল কোম্পানি কর্তৃক ডিসেম্বর/২০১৭ হতে ফেব্রুয়ারি/২০২১ সময়কালে Parmanent Import ক্যাটাগরিভুক্ত আমদানিকৃত পণ্যের ওপর প্রযোজ্য শুল্ক করাদি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে পরিশোধের নিমিত্ত ১০৯৭.৫৬ কোটি মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এলএনজির আমদানি ব্যয় নির্বাহের জন্য ভর্তুকি বাবদ পেট্রোবাংলার অনুকূলে ৩,৯৪১.২০ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য অর্থ বিভাগে পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, এলএনজি খাতে ভর্তুকি নীতিমালার খসড়া প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। সভাপতি খসড়া নীতিমালাটি দ্রুত প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ইক্যুইটি খাতের টাকা পেইড আপ ক্যাপিটালে রূপান্তরের বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। যে সকল কোম্পানি অদ্যাবধি ইক্যুইটি খাতের টাকা পেইড আপ ক্যাপিটালে রূপান্তর করেনি তাদেরকে দ্রুত এ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) এলএনজি মার্জিন, আইওসি গ্যাস ও এনবিআর এর পাওনা টাকা নিয়মিতভাবে পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) ২০২০-২১ অর্থবছরে এলএনজির আমদানি ব্যয় নির্বাহের জন্য ভর্তুকি বাবদ পেট্রেবাংলার অনুকূলে ৩,৯৪১.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে অর্থ বিভাগে পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। (গ) এলএনজি খাতে ভর্তুকি নীতিমালা দ্রুত প্রণয়ন করতে হবে। (ঘ) যে সকল কোম্পানি ইক্যুইটি খাতের টাকা অদ্যাবধি পেইড আপ ক্যাপিটালে রূপান্তর করেনি তাদেরকে দ্রুত এ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	প্রশাসন/ অপারেশন অনুবিভাগ ও পেট্রোবাংলা/ সংশ্লিষ্ট সকল কোম্পানি

৩.৩	**বিস্ফোরক পরিদপ্তর:** সভায় জানানো হয় যে, মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটি বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্যের সকল কাযর্ক্রম এক প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনার নিমিত্ত ওয়ান স্টপ সার্ভিসের রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন)-কে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের উপ-কমিটি গঠন করে। উক্ত উপকমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন গত ১২/০৪/২০২১ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) জানান যে, দাখিলকৃত প্রতিবেদন অদ্য ২৭-০৫-২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিতব্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের টেকনিক্যাল সাব-কমিটির সভায় আলোচনা করা হবে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটি বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্যের সকল কাযর্ক্রম এক প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনার নিমিত্ত ওয়ান স্টপ সার্ভিসের রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত উপ-কমিটির প্রতিবেদনের ওপর সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/প্রশাসন-৩ শাখা ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর
৩.৪	**হাইড্রোকার্বন ইউনিট:** মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে, দপ্তর/সংস্থা হতে ড্যাশবোর্ডের তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। তিনি আরো জানান যে, চলমান লকডাউন শেষে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সিনিয়র সচিব মহোদয়ের অফিসকক্ষে ড্যাশবোর্ডের তথ্যাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	ড্যাশবোর্ডের তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদের বিষয়টি নিয়মিত ফলোআপ রাখতে হবে।	হাইড্রোকার্বন ইউনিট/ বিপিসি/ পেট্রোবাংলা

৩.৫	**খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি):** মহাপরিচালক, বিএমডি জানান যে, হবিগঞ্জে যে ৫টি সিলিকাবালু ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিলো তার মধ্যে ৩ টির সমূদয় টাকা জমা দিয়েছে। বাকী ২ টির টাকা জমা না দেয়ায় তাদেরকে ৩০-০৫-২০২১ তারিখ পর্যন্ত সময় দেয়া হয়েছে নতুবা তাদের ইজারা বাতিল করা হবে। মৌলভীবাজারের ৫২টি পয়েন্টের সিলিকাবালুর মধ্যে ৩৮টি দরপত্র সঠিকভাবে জমা হয়েছে মর্মে জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন। হবিগঞ্জের মহাদেবপুরে জব্দকৃত বালু ইজারা প্রদানের জন্য ইতোমধ্যে বিএমডির একজন কর্মকর্তাকে প্রেরণ করা হয়েছে। হবিগঞ্জের চুনারুঘাটের সিলিকাবালু অদ্যাবধি ইজারা দেয়া হয়নি। এ বিষয়ে ইউ.এন.ও এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) জানান যে, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী হবিগঞ্জের জব্দকৃত সিলিকাবালু ইজারা না দেয়ার বিষয়ে বিএমডির মহাপরিচালক বরাবর একটি আধা-সরকারি পত্র দিয়েছেন। কিন্তু বিধি-বিধানের আলোকে ইজারা না দেয়ার সুযোগ নেই। সভাপতি জব্দকৃত সিলিকাবালু দ্রুত নিলাম দেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার লোভাছড়া পাথর কোয়ারিতে জব্দকৃত পাথর দ্রুত নিলাম দেয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, সুনামগঞ্জে একটি পাথর মহালকে বালু মহাল হিসেবে জেলা প্রশাসক কর্তৃক ইজারা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেটা যে বালু মহাল নয় তা গেজেট নোটিফিকেশন রয়েছে। সভাপতি ইজারা বাতিল করার নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ বরাবর পত্র দেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রয়োজনে মোবাইল কোর্ট করে এগুলো বন্ধের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করারও নির্দেশনা দেন।	(ক) জব্দকৃত সিলিকাবালু দ্রুত নিলাম দেয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (খ) সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার লোভাছড়া পাথর কোয়ারিতে জব্দকৃত পাথর দ্রুত নিলাম দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (গ) সুনামগঞ্জে অবৈধভাবে পাথর মহালকে বালুমহাল হিসেবে প্রদানকৃত ইজারা দ্রুত বাতিলের জন্য জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ'কে পত্র দিতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ বিএমডি

৩.৬	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জেজিটিডিএসএল জানান যে, লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর ট্যারিফ মামলার বিষয়ে অ্যাপিলাট ডিভিশন হতে গত ০৩-০৫-২০২১ তারিখে সার্টিফাইড কপি পাওয়া গেছে। সার্টিফাইড কপির ১ম রায়ে বলা হয়েছে যে, বকেয়া গ্যাস বিল ৯০,২৫,০৭,৪২৩/-(নব্বই কোটি পঁচিশ লক্ষ সাত হাজার চারশত তেইশ) লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ জেজিটিডিএসএল'কে পরিশোধ করবে। প্রথম মাসে ১০ কোটি টাকা এবং প্রতি তিনমাস অন্তর অন্তর ১০ কোটি টাকা করে পরিশোধ করতে হবে। সার্টিফাইড কপির ২য় রায়ে বলা হয়েছে যে, এখন হতে লাফার্জ যে গ্যাস নিবে তার মূল্য বিইআরসির নির্ধারিত হারে পরিশোধ করতে হবে। উক্ত রায় অনুযায়ী ইতোমধ্যে লাফার্জকে পত্র দেয়া হয়েছে এবং পত্রের প্রেক্ষিতে লাফার্জ ইতোমধ্যে ১০ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে। মার্চ/২০২১ মাসের গ্যাসের বিল বিইআরসির নির্ধারিত হারে লাফার্জ জমা প্রদান করেছে। দুটি রায়ই জেজিটিডিএসএল এর পক্ষে রয়েছে। অন্যদিকে আরবিট্রেশন মামলা চলমান রয়েছে। সভাপতি এ বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং অ্যাপিলাট ডিভিশনের রায় কঠোরভাবে বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, ডাকফাইলে লক্ষ্য করা গেছে যে, বিপিসি হতে কিছু পত্র এসেছে যা বিপিসির সচিব ও উর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক কর্তৃক স্বাক্ষরিত। দপ্তর ও সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর ব্যতীত কোন পত্র মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর প্রেরণ করা সচিবালয় নির্দেশমালার পরিপন্থী ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের কাজের পুনরাবৃত্তি না ঘটে এজন্য সকলকে সতর্ক করা হয়। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, ট্যারিফ সংক্রান্ত ভবিষ্যতের আরো জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে বিদ্যমান GSA গুলো একজন অভিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পর্যায়ক্রমে প্রেরণ করা হচ্ছে। বিপিসি ও পেট্রোবাংলার কন্ট্রাক্টগুলো ভেটিংয়ের জন্য দুই সংস্থা একত্রে ২-৩ জনের একটি প্যানেল Lawyer তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে মর্মে সভায় জানানো হয়।	(ক) লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর ট্যারিফ মামলার বিষয়ে অ্যাপীলাট ডিভিশনের রায় কঠোরভাবে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (খ) ট্যারিফ সংক্রান্ত ভবিষ্যতের আরো জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে বিদ্যমান GSA গুলো একজন অভিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (গ) বিপিসি ও পেট্রোবাংলার কন্ট্রাক্টগুলো ভেটিংয়ের জন্য দুই সংস্থা একত্রে ২-৩ জনের একটি প্যানেল Lawyer তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করবে। (ঘ) দপ্তর/সংস্থা/অধিদপ্তর হতে পত্র প্রেরণের ক্ষেত্রে দপ্তর/সংস্থা/অধিদপ্তর প্রধানের স্বাক্ষরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ ও বিপিসি/ পেট্রোবাংলা/ জেজিটিডিএসএল/সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানি

৩.৭	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল জানান যে, বর্তমানে ৫৩৩ জন স্থানীয় শ্রমিক খনিতে কর্মরত আছে এবং দৈনিক গড়ে প্রায় ৫০০০ মেট্রিক টনের কাছাকাছি কয়লা উৎপাদিত হচ্ছে। আগামী জুলাই/২০২১ পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদকালীন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, গতকাল ১২২ জন চাইনিজ নাগরিকদের কোভিড টেস্ট করে ১ জন পজেটিভ পাওয়াতে কন্টাক্টেড ১২১ জনকে খনিতে কাজে যোগদান করতে দেয়া হয়নি। তারা বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনের মত অবস্থাতে আছে। চাইনিজরা সকলকে কোভিড টেস্ট করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে এবং স্থানীয় শ্রমিক কেউ পজেটিভ পাওয়া গেলে তাকে বাহির করে দেয়া হবে। কিন্তু বিসিএমসিএল এর পক্ষ হতে বলা হয়েছে যে, যেহেতু তারা ডাবল ভ্যাকসিনেটেড সেহেতু তাদের সিঙ্গেল কোভিড টেস্ট হবে এবং পজেটিভ পাওয়া গেলে কোয়ারেন্টাইন করে পুনরায় কাজে যোগদান করবে। চাইনিজরা বিষয়টিতে আপত্তি জানিয়েছে। সভাপতি কয়লা উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন রাখার স্বার্থে চাইনিজদের সাথে বিষয়টি দ্রুত সমাধানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এমজিএমসিএল জানান যে, পাথর উৎপাদন ও বিক্রির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। খনির উৎপাদন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত “Management of Operation, Development, Maintenance and Related Works for Production of Minimum 8.85 million metric Tons of Stones in Six(6) years from Maddhapara Granite Mine” শীর্ষক ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে আহ্বানকৃত আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রের দরপ্রস্তাব দাখিলের সময় আগামী ২০-০৬-২১ তারিখ নির্ধারিত রয়েছে। দরপ্রস্তাব পাওয়া গেলে তা উন্মুক্ত করে মূল্যায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	কয়লা ও পাথর উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ এমজিএমসিএল/বিসিএমসিএল
৩.৮	মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের অগ্রগতি বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিওসিএল জানান যে, পিওসিএল এর আওতাধীনে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে স্থাপিতব্য হাজী মাসুদ আলী মডেল ফিলিং স্টেশনটির মাটি ভরাট সম্পন্ন হয়েছে, ড্রাইভ ওয়ে তৈরির কার্যক্রম চলছে, ক্যানপির ১২টি পিলার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ক্যানপির উপরের ছাদ নির্মাণ হচ্ছে। ৫টি স্টোরেজ ট্যাংকের মধ্যে ২টি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণের কাজ চলমান আছে। মূল ভবনের কনস্ট্রাকশন কার্যক্রম চলছে। বিস্ফোরক পরিদপ্তর হতে প্রাথমিক অনুমোদন এবং	মুজিব বর্ষ এবং এপিএ’র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী তিনটি তেল বিপণন কোম্পানি কর্তৃক কমপক্ষে ১টি করে মোট ৩টি মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপন আগামী জুন/২০২১ এর মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ বিপিসি ও পদ্মা/মেঘনা/ যমুনা অয়েল কোং

	পরিবেশ অধিদপ্তর ও ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। সড়ক বিভাগ ও জেলা প্রশাসকের অনাপত্তির জন্য আবেদন করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জেওসিএল জানান যে, জেওসিএল এর আওতায় সীতাকুন্ডে স্থাপিতব্য ডিএবি মডেল ফিলিং স্টেশনের বাউন্ডারি ওয়ালের কাজ প্রায় ৮০% সম্পন্ন হয়েছে। অফিস বিল্ডিংয়ের কাজ চলমান আছে। চারটি ভূগর্ভস্থ স্টোরেজ ট্যাংক স্থাপন করা হয়েছে এবং অন্যান্য নির্মাণ কার্যক্রম চলমান আছে। মডেল ফিলিং স্টেশনটির সার্বিক কার্যক্রম সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। অপর একটি নাবিল মডেল ফিলিং স্টেশনের কার্যক্রম দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এমপিএল জানান যে, এমপিএল এর আওতায় মীরসরাইয়ে স্থাপিতব্য মেসার্স ফারদিন মডেল ফিলিং স্টেশনটির ভূগর্ভস্থ ট্যাংকসমূহ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রধান ভবনে প্রধানতঃ তিনটি ছাদ হবে। এর মধ্যে দুটি ছাদের ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। অপর একটি ছাদের ঢালাই কার্যক্রম শীঘ্রই শুরু হবে। ক্যানোপির ৬৫% কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ড্রাইভার ডরমেটরি, রেস্টুরেন্ট এর গ্রাউন্ড ফ্লোরের ছাদের ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং ডিসপেন্সিং ইউনিট চলে এসেছে। আশা করা যাচ্ছে যে, আগামী জুন/২০২১ এর মধ্যে উক্ত মডেল পাম্পটি উদ্বোধনযোগ্য হবে। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) জানান যে, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় ফিলিং স্টেশনের বিষয়ে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, সিটি কর্পোরেশন, জেলা ও উপজেলা এলাকায় নতুন করে কোন ফিলিং স্টেশন অনুমোদন দেয়া হবে না। সারাদেশে কতটি ফিলিং স্টেশন আছে সেগুলোর জিপিএস ম্যাপসহ এবং আদৌ আর কোন ফিলিং স্টেশনের প্রয়োজন আছে কিনা এ সংক্রান্ত তথ্যাদি যাচাই-বাছাইপূর্বক পরবর্তীতে এ সকল এলাকায় নতুন ফিলিং স্টেশন স্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। সভাপতি বলেন যে, এ সংক্রান্ত একটি পত্র শীঘ্রই প্রেরণ করা হবে। সভায় মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের অগ্রগতির স্থির চিত্র উপস্থাপন করা হয়।		

৩.৯	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিওসিএল জানান যে, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি: পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড-কে ২০ কোটি ৭৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা পূর্বের বকেয়া পাওনা হতে পরিশোধ করেছে। পূর্বের বকেয়া হতে আর কোন টাকা পরিশোধ করেনি। বকেয়া পরিশোধের জন্য পিওসিএল এর পক্ষ হতে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ বিমানকে পত্র দেয়া হয়েছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি: কর্তৃক কারেন্ট বিলগুলো পরিশোধ করা হচ্ছে। সভাপতি পূর্বের বকেয়া পাওনা আদায় অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এলপি গ্যাস লিমিটেড জানান যে, চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলায় ১০ (দশ) একর প্রাইভেট জমি ক্রয়ের নিমিত্তে এলপি গ্যাস লিমিটেড একটি কমিটি গঠন করেছে। কমিটি সীতাকুন্ড উপজেলা সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক সুবিধাজনক জায়গাসমূহ চিহ্নিত করে একটি প্রতিবেদন পেশ করবে। তিনি আরো জানান যে, টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায় এলপিজি সিলিন্ডার ম্যানুফেকচারিং প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনের নিমিত্ত ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনের জন্য ০৯-০৩-২০২১ তারিখে EOI আহবান করা হয়েছে। EOI দাখিলের সর্বশেষ তারিখে ৫টি প্রতিষ্ঠান EOI দাখিল করেছে। EOI সমূহ মূল্যায়নের কাজ চলছে। EOI মূল্যায়ন ও সুপারিশ প্রণয়ন কমিটি থেকে প্রতিবেদন পাওয়ার পর যোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট RFP প্রেরণ করা হবে।	(ক) বাংলাদেশ বিমানের নিকট পূর্বের বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) এলপি গ্যাস লিমিটেড কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে নিজস্ব অর্থায়নে এলপিজি প্ল্যান্ট বাস্তবায়নের জন্য সীতাকুন্ড উপজেলায় জমি ক্রয়ের বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পরবর্তী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায় এলপিজি সিলিন্ডার ম্যানুফেকচারিং প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ ও বিপিসি/ পিওসিএল/এলপি গ্যাস লিঃ
৩.১০	উপসচিব (বাজেট) জানান যে, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা শুরু করার জন্য অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। সভাপতি দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আহ্বান করে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে পিএ কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী গঠিত উপকমিটিগুলোর সভা ফিজিক্যালি করা সম্ভব নয় বিধায় ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ করা সম্ভব হয়নি। সভাপতি বিষয়টি পিএ কমিটিকে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করতে হবে এবং প্রতিমাসে কয়টি দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা করা হচ্ছে তার তালিকা প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে। (খ) বর্তমান করোনা মহামারীজনিত কারণে পিএ কমিটির চাহিদা মোতাবেক ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন সরবরাহ না করতে পারার বিষয়টি পিএ কমিটিকে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।	বাজেট শাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.১১	সভায় এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বিভাগীয় মামলা, আদালতে বিচারাধীন মামলা ও রিট মামলার তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) বলেন যে, দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বিভাগীয় মামলার বিষয়টি উল্লেখ করা হয় না। এ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, বিভাগীয় মামলা শুরু হয়েছে। পরবর্তী সমন্বয় সভা হতে পৃথক ছকের মাধ্যমে বিভাগীয় মামলার তথ্য প্রেরণ করা হবে। সভাপতি ম্যানেজমেন্ট ঠিক রাখার জন্য বিভাগীয় মামলা চলমান রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। সভায় জানানো হয় যে, দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের জন্য মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে অভিযান একটু ধীর গতিতে পরিচালিত হচ্ছে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত অভিযান পরিচালিত হবে মর্মে সভায় অবহিত করা হয়। বিপিসির প্রতিনিধি জানান যে, উত্তরবঙ্গের বাগাবাড়িতে অকটেন/পেট্রোলের সঙ্গে কেরোসিন মিশিয়ে বিক্রি করার অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর পিওসিএল এর দুইজন কর্মকর্তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে এবং একটি কমিটি করা হয়েছে। কমিটি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে।	(ক) এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বিভাগীয় মামলা, আদালতে বিচারাধীন মামলা ও রিট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। (খ) দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের জন্য মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) ই-দরপত্রের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে ছক আকারে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রেরণ করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/অপারেশন-১ শাখা ও দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানি
৩.১২	এপিএ বাস্তবায়নে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিগুলো সচেষ্ট রয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়। এপিএ চুক্তি বাস্তবায়নে প্রতিমাসে নিয়মিত সভা করা হচ্ছে। উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, ২০২১-২২ অর্থ বছরের খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ফিডব্যাক অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, ২০২০-২১ অর্থবছরের সময় মাত্র ১ (এক) মাস রয়েছে। তাই ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সকলকে সচেষ্ট হওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। উপসচিব (প্রশাসন-২) আরো উল্লেখ করেন যে, এ বিভাগের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা অনুবিভাগের শাখা/অধিশাখায় ই-নথির ব্যবহার কম হওয়ায় এপিএ'তে ই-নথির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কম হচ্ছে। সভাপতি এ বিভাগের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা অনুবিভাগের শাখা/অধিশাখায় ই-নথির ব্যবহার বাড়ানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। (খ) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা অনুবিভাগের শাখা/অধিশাখায় ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।	উন্নয়ন/ পরিকল্পনা অনুবিভাগ/ এপিএ টিম ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.১৩	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, 'বাংলাদেশ গ্যাস, তেল ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০২১' খসড়া আইনটি গত ০৩-০৫-২০২১ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে নীতিগত অনুমোদিত হয়েছে। নীতিগত অনুমোদনকৃত খসড়া আইনটি ভেটিংয়ের জন্য গত ১৯-০৫-২০২১ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি এ বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে যোগাযোগ রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি বলেন যে, ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ভূমির ব্যবহার স্বত্ব গ্রহণ বিধিমালা প্রণয়নের জন্য একটি প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছিলো। বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিধিমালা প্রণয়ন কার্যক্রমটি বর্তমানে পেট্রোবাংলায় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে সভায় অবহিত করা হয়।	(ক) 'বাংলাদেশ গ্যাস, তেল ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০২১' খসড়া আইনে দ্রুত ভেটিং গ্রহণের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। (খ) ভূমির ব্যবহার স্বত্ব গ্রহণ বিধিমালা প্রণয়নের বিষয়টি ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ ও পেট্রোবাংলা

৩.১৪	সভায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা হয়। বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের অধীনে অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণের বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, বিজিডিসিএল এর অধীনে ৬টি জেলায় গ্যাস সংযোগ রয়েছে। ৬টি জেলায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিলো। কিন্তু ৩০-০৩-২০২১ তারিখে লকডাউন ঘোষণার পর থেকে কার্যক্রমটি স্থবির হয়ে পড়ে। এছাড়া, অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নের জন্য গঠিত টিমের কয়েকজন সদস্য করোনা আক্রান্ত হওয়ায় কাজ চলমান রাখা সম্ভব হয়নি। যেহেতু নতুন করে একটি সিদ্ধান্ত এসেছে তাই দ্রুত টিম গঠন করে কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা হবে এবং আগামী ৩০-০৬-২০২১ তারিখের মধ্যে চাঁদপুরের অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে। সভাপতি বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল) এর আওতাধীন চাঁদপুর এলাকায় অদ্যাবধি অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন না হওয়ায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আগামী ৩০ জুন ২০২১ তারিখের মধ্যে সকল অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নের জন্য বিজিডিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক'কে নির্দেশনা প্রদান করেন এবং ব্যর্থতায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সতর্ক করেন। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন যে, অবৈধ গ্যাস সংযোগ নিবৃত্ত করার জন্য একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। নতুবা এ ধরনের কার্যক্রম চলতেই থাকবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টিজিটিডিসিএল জানান যে, এ ধরনের কার্যক্রমের সাথে অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এ বিভাগের যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা সভায় অবৈধ গ্যাস সংযোগের সাথে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে তার প্রমাণকসহ শুদ্ধাচার কৌশলে অন্তর্ভুক্তকরণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সভায় জানানো হয় যে, টিজিটিডিসিএলসহ অন্যান্য ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি কর্তৃক যে সকল গ্রাহকদের ডিমান্ড নোট ইস্যু হয়েছিলো আবাসিক সংযোগের জন্য কিন্তু টাকা জমা দেয়নি তাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে পত্রের মাধ্যমে বাতিলের বিষয়টি চলমান রয়েছে।	(ক) অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) আগামী ৩০ জুন ২০২১ তারিখের মধ্যে বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল) এর আওতাধীন এলাকার সকল অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (গ) অবৈধ গ্যাস সংযোগ প্রদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (ঘ) অবৈধ গ্যাস সংযোগ নিবৃত্ত করার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত উপায় নির্ধারণের জন্য এ বিভাগ কর্তৃক অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) ও অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর নেতৃত্বে ইতোপূর্বে গঠিত অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটি প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/সংশ্লিষ্ট কমিটি/ পেট্রোবাংলা/ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি

৪. সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ আনিছুর রহমান
সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ২৮.০০.০০০০.০২১.০৬.০০১.১৭.২২১

তারিখ: ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮
০৯ জুন ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)
৩) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট
৪) সকল কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৫) মহাপরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
৬) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৭) অতিরিক্ত সচিব, অতিরিক্ত সচিবের দপ্তর (Blue Economy সেল), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৮) মহাপরিচালক , হাইড্রোকার্বন ইউনিট
৯) সচিব, সচিব-এর দপ্তর, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
১০) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ এর কার্যালয়, বিস্ফোরক পরিদপ্তর
১১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সকল)
১২) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৩) মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৪) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৫) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

মোছাম্মাৎ ফারহানা রহমান
উপসচিব